জলবায়ু যুদ্ধে ভারত

ড. শুভায়ন দত্ত
অধ্যাপক
পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ
আশুতোষ কলেজ
subhayan.dutta@asutoshcollege.in

"বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান' – ভারতবর্ষের বহুধা বিচিত্র চরিত্রকে দেখে কবি বলেছিলেন একথা। এই বিভিন্নতা ভারতের ভৌগোলিক চেহারায়, বাস্তুতন্ত্রে, জলবায়ুতে। আর এই বৈচিত্রই বিশ্বজোড়া জলবায়ু পরিবর্তনের ধারায় এ দেশ কে করে তুলেছে বিপন্ন। Global Climate Risk Index ২০২১ অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যে দেশগুলি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, তার মধ্যে ভারতের স্থান সপ্তম। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত দেশের সামগ্রিক আর্থ সামাজিক অবস্থাকেই ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে।

১৯৯৭ সালের কিয়োটো প্রোটোকল জলবায়ু পরিবর্তনের মূল কারণ গ্রীন হাউস গ্যাসগুলির নির্গমন মাত্রা হ্রাসের আইনগত পরিসীমা বেঁধে দেয়। তারপর থেকেই বিভিন্ন দেশের উপর আন্তর্জাতিক চাপ বাড়তে থাকে এবং ফলস্বরূপ অন্যান্য দেশের মত ভারতবর্ষ ও কেন্দ্রীয়, রাজ্যগত ও স্থানীয় ভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন নীতি নির্ধারণ শুরু করে।

খুব কম সংখ্যক দেশের মধ্যে ভারত অন্যতম, যেখানে ২০০১ সালে এনার্জি কনজারভেশন আইন পাশ হয়। এই আইন অনুযায়ী অজীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধি করা, অফিস ও বাসস্থানে এনার্জি কনজারভেশন বিল্ডিং কোড চালু, ইত্যাদি বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) এর গ্লাসগো সম্মেলনে ভারত ঘোষণা করে পঞ্চামৃত নীতি এবং ২০২২ সালের ৩রা আগস্ট কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগোষ্ঠী Nationally Determined Contribution পাশ করে । যার মূল বক্তব্য UNFCCC এর প্যারিস চুক্তি অনুযায়ী ২০৭০ সালের মধ্যে ভারতকে গ্রীন হাউস গ্যাসগুলির নির্গমন মাত্রা শূন্যে নিয়ে আসতে হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য ভারতের লক্ষ্য-

প্রত্যক্ষ লক্ষ্যঃ

১। ২০৩০ সালের মধ্যে নির্গমন মাত্রা GDP এর ৪৫ শতাংশ হ্রাস করতে হবে (২০০৫ সালের তুলনায়)।

২। ২০৩০ সালের মধ্যে মোট শক্তি ব্যবহারের ৫০ শতাংশ অজীবাশ্ম জ্বালানি থেকে উৎপন্ন করতে পারার মত প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

৩। ২০৩০ সালের মধ্যে ২.৫ – ৩ মিলিয়ন টন কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণের জন্য অতিরিক্ত কার্বন সিঙ্ক তৈরি করতে হবে বৃক্ষরোপনের মাধ্যমে।

পরোক্ষ লক্ষ্যঃ

১। জলবায়ু বান্ধব পদ্ধতি অবলম্বন করে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন।

২। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যে সব ক্ষেত্র বিপন্ন হতে পারে, যথা কৃষি, জলসম্পদ, উপকূলবর্তী বা পার্বত্য অঞ্চল , সেই সব ক্ষেত্রের সার্বিক উন্নতির উদ্দেশ্যে উপযুক্ত লগ্নীকরণ।

৩। পরিবেশ সংরক্ষন ও সামাজিক ঐতিহ্য বজায় রেখে স্বাস্থ্যকর ও স্থিতিশীল জীবনশৈলীতে অভ্যস্ত হওয়া এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে Lifestyle for Environment নামক গণ আন্দোলন কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

প্রকৃতপক্ষে দেখা গেছে ২০২০ সালেও ভারত গ্রীন হাউস গ্যাসগুলির নির্গমনে বিশ্বে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। এভাবে চলতে থাকলে ২০৪০-৪৫ সালের মধ্যেই ভারত শীর্ষে পৌঁছে যাবে। ঠিক সেই কারণেই ভারতকে শক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনেক সংবেদী, বাস্তবোচিত ও দূরদর্শী পদক্ষেপ নিতে হবে। কয়লার ব্যবহার কমিয়ে অচিরাচরিত শক্তিকে আনেক বেশি ব্যবহার করতে হবে। দেশের সরকার ও নাগরিক সমাজ কে এগিয়ে আসতে হবে অরণ্য সম্পদের সংরক্ষন ও প্রসারের জন্য। জলবায়ু পরিবর্তনের সুদূরপ্রসারী পরিণামকে অগ্রাধিকার দিয়েই দেশের আর্থ সামাজিক তথা সামগ্রিক নীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগ করতে হবে। এভাবে স্থানীয় সমাজ থেকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র প্রত্যেকেই যদি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় তবেই জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে যুদ্ধজয় সম্ভব। পৃথিবীকে শিশুর বাসযোগ্য করে তোলার জন্য নবজাতকের কাছে কবির দৃঢ় অঙ্গীকার তবেই সফল হবে।